যুগান্তর

JAN.' 1 4 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১ ...

আবেগ রহমান

ই-কমার্স যুগোপযোগী এক পেশা

বর্তমান শতাব্দী তথ্যপ্রযুক্তির। তাইতো এ 'যুগের পেশায়ও এসেছে বৈচিত্র্য। অনেক ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক নতুন পেশা। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে এসব পেশায় সম্পৃক্ত হচ্ছে এ প্রজন্মের তরুণরা। তবে যারা এসব পেশায় সম্পৃক্ত হচ্ছে তাদের সবার আগে প্রয়োজন বিষয়ভিত্তিক কোর্স সম্পন্ন করা। কারণ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হয়ে কোন কিছুতেই উন্নতি সম্ভব হয় না। উন্নত বিশ্বে এ ধারা বহুদিন আগ থেকে প্রচলিত হলেও আমাদের দেশেও এখন পেশাভিত্তিক পড়াশোনার কদর বেড়ে গেছে। আর পেশাভিত্তিক পড়াশোনারই একটি ই-কমার্স। বর্তমান বিশ্বে এ বিষয়টির চাহিদা এবং কর্মক্ষেত্র দুই-ই বাড়ছে।

ই-কমার্স কি

সারা বিশ্বের তথাকথিত বাজারের ডিটিজালভিত্তিক আত্মপ্রকাশকেই ই-কমার্স বলা যায়। অন্যভাবে বিশ্বের প্রথাগত বাণিজ্যের নবসংস্করণকেও ই-কমার্সের আওতায় ফেলা যায়। উন্নত বিশ্বে এই ই-কমার্সের প্রচলন বেশ জোরেশোরেই চলে আসছে। গত দু'তিন বছর ধরে বাংলাদেশেও এই ই-কমার্সের হাওয়া লেগেছে। মূলত বলা যায় ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই ই-এডুকেশন যুগের সূচনা হয়েছে। পাশাপাশি আরও আত্মপ্রকাশ করেছে ই-ইকোনমিক্স, ই-ব্যাংকিং, ই-বিজনেস ইত্যাদির। এতসব পেশায় ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগটাও বেশ।

ই-কমার্স কেন?

দিন দিন ই-কমার্সের ক্ষেত্র ব্যাপক হচ্ছে। বর্তমানে মেডিকেল ডেটা-ট্রান্সক্রিপশন, ডেটা এন্ট্রিসহ সংশ্লিষ্ট আরও ক্ষেত্রে ই-কমার্সের ব্যাপ্তি ঘটেছে। ইদানীং বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন গিফট আইটেম পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন গিফট কার্ডসহ গিফটের নানা আইটেম, সফটওয়্যার, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, হোটেল রিজারভেশন, কম্পিউটার সামগ্রী, বিভিন্ন খাবার-দাবার সামগ্রী, চাকরি, অডিও ক্যাসেট, ভিসিডি, ডিভিডিসহ আরও নানান দ্রব্যাদি অন্যতম। সুতরাং ই-কমার্স কেন? এ প্রশ্ন না করে বলা যায় ই-কমার্স কেন নয়।

ই-কমার্স প্রক্রিয়া

ই-কমার্সের পুরো প্রক্রিয়াই সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্যের পর্যবেক্ষণ, পছন্দ, লেনদেন সব কিছুই সম্পন্ন করতে হয়। তাই এটাকে অনলাইনের কেনা-বেচাও বলা হয়ে থাকে। সুতরাং ই-কমার্স পেশায় আপনাকে দক্ষ হতে হলে এ বিষয়ে বেশ পোক্ত হয়েই নামতে হবে।

অনেক থেকে একটি

ই-কমার্সের রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। এগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে ওই বিষয়ে ভাল করা সম্ভব। আর এতে তুলনামূলক সময়ও লাগে কম। বিষয়ভিত্তিক ই-কমার্সের কোর্সগুলোর নাম দেয়া হয়েছে ওয়েব ডিজাইনার, ওয়েব মাস্টার, ওয়েব ডেভেলপার, ওয়েব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ই-কমার্স ম্যানেজার, সিস্টেম আর্কিটেক্ট। সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট ইত্যাদি। এর যেকোন একটির কোর্স সম্পন্ন করে আপনি হয়ে যেতে পারেন ওই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ।

ক্যারিয়ার গড়তে জানা জরুরি

উপরোক্ত নানান বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদা আলাদা বিষয়ের উপর জোর দিতে হয়। ওয়েব ডিজাইনারসহ যেকোন কোর্সের ক্ষেত্রে কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে মোটামুটিভাবে। এছাড়া ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে জানতে হবে ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ফ্রন্ট পেইজ, এইচটিএমএল, নেট অবজেক্ট ফিউশন, ওয়েব স্ক্রিপ্টিং টেকনোলজি, জাভা, সিজিআই ইত্যাদি।

ওয়েব মাস্টার হতে হলে ডিজাইন জ্ঞান থাকার পাশাপাশি আরও জানতে হবে নেটওয়ার্কিং অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে।

ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে সবার আগে জানতে হবে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি সম্পর্কে। এছাড়াও পণ্য বিক্রয় পদ্ধতি, ক্রেতার ও পণ্য পরিবহনের ডেটাবেজসহ বিভিন্ন ডেটাবেজ এ্যাড করার পদ্ধতি, ইন্টারনেটের বিভিন্ন টুল, জাভা, পার্ল, ভিজুয়াল বেসিক, সিজিআই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদিও বাদ দেয়া যাবে না।

ওয়েব অ্যাডমিনিস্টেটর হতে হলে বিভিন্ন সার্ভার ডিরেকশন ও ওয়েব সার্ভারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে হবে।

সিস্টেম আর্কিটেক্ট যারা হবেন তাদের জানা প্রয়োজন ই-কমার্সের জন্য কেমন সিস্টেম দরকার, কেমন হবে নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি, বেশি কার্যকর কোন অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি সম্পর্কে।

সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হতে হলে কোম্পানির নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক বিশেষ করে পুরো সার্ভার সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। এছাড়া মার্কেট ও মার্কেটিং সম্পর্কেও জেনে রাখা ভাল। সম্প্রতি আমাদের দেশে চালু হওয়া মেডিকেল ডেটা ট্রান্সক্রিপশনিস্ট হতে হলে ইংরেজি ভাষাজ্ঞান, ভাল শ্রুতিলিখন আর মেডিকেল টার্মগুলো সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা চাই।

ই-কমার্স সম্পর্কে ধারণা নিতে হলে জানতে হবে ওয়েব পেইজ, ডিজাইন, জাভা, সিজিআই, এইচটিএমএল, এসকিউএল সার্ভার, ইন্টারনেট এন্ড ইন্টারনেট অ্যাপ্লিকেশন, পার্ল, ড্রিম উইভার, লিনাক্স, ভিজুয়াল বেসিক, উইন্ডোজ এন্টি ওয়েব স্ক্রিপ্টিংসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

আশার আলো অবশেষে

বাংলাদেশে ই-কমার্সের ভবিষ্যৎ দিন দিনই উন্নতির দিকে। বিভিন্ন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরাও এ বিষয়ে একমত। কারণ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ই-কমার্স প্রথা চালু হয়ে গেছে। অন্যরাও চালু করছে। এ প্রসঙ্গে ই-কমার্স সেন্টারের এমডি ফারহান করিম জানালেন "তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ই-কমার্স এক শুভ অধ্যায়, যা বাংলাদেশে দিন দিন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে, অনেক যুবরাও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে।" আপনিও প্রযুক্তির সন্তান হিসাবে এ পেশায় আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

কোথায় করবেন

বাংলাদেশে ই-কমার্সের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে দিন দিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ করা হচ্ছে ই-কমার্সের নানান বিষয়। এদের মধ্যে রয়েছে এ্যাপটেক, এনআইআইটি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, ইন্সটিটিউট, এসএসআই এডুকেশন ইত্যাদি। তবে একটু স্বল্প খরচে এ কোর্স সম্পন্ন করতে আসতে পারেন- ধানমণ্ডি ৬ নাম্বার রোডে ৩৪/১ নং বাড়ির ই-কমার্স সেন্টারে। এছাড়াও রয়েছে- কোয়াসার বাড়ি-৬৭, রোড-১১/১ ধানমণ্ডি, ঢাকা।